❖ অ্যাবসার্ড ড্রামা কাকে বলে? এই নাটকের সাধারণ লক্ষণ গুলি কি কি?

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

অ্যাবসার্ড নাটক হল প্রচলিত নাটকের বিপরীতে আধুনিক কালের নাটকের একটি সংরূপ। দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং আধুনিকতার ক্রমপরিবর্তনশীল সংজ্ঞায় মানুষ ক্রমাগত একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য বা অর্থহীন বেঁচে থাকা এইসব ভাবনা বা মানুষের অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন বিষয়কে নাট্যকাররা নাটকে স্থান দিয়ে যে নতুন ধরনের নাটকের সূচনা করেন তাকেই অ্যাবসার্ড বলা হয়। মানুষের উদ্ভট ভাবনাকে স্থান দিতে গিয়ে এই জাতীয় নাটকের গঠন পদ্ধতিও হয়ে উঠল প্রচলিত সমস্ত ধরনের বিধিবদ্ধ নাট্য রীতির বিপরীত।

অ্যাবসার্ড নাটকের সাধারণ লক্ষণ:-

১. কোনো কোনো সমালোচক অ্যাবসার্ড নাটকের বাংলা করেছেন অদ্ভুত নাটক বা কিমেতি নাটক।এই জাতীয় নাটকে প্রথাগত নাটকে যে কাহিনি, চরিত্রের পারস্পর্য, যুক্তি পরম্পরা থাকে তাকে অস্বীকার করা হল।স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য নাও থাকতে পারে।

২. অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা বা অদ্ভুত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় নাটক রচিত হতে পারে।

৩. ভাষাও বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে রচিত হয় না। ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলা হয়।

৪. নাটকের সমাপ্তিতে এক শূন্যতা বা সর্বব্যাপী এক অর্থহীনতার ধারণা তৈরি হতে পারে।

৫. মঞ্চে যেসকল জিনিস থাকে তাদের সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলোর অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করা হয়।

নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, হতাশাগ্রস্ত, বেঁচে থাকার অর্থহীনতা, যান্ত্রিক কিম্ভূত কিমাকার জীবনকে তুলে ধরতেই এই জাতীয় নাটকের সৃষ্টি। বিষয় বা বক্তব্য অনুযায়ী লেখকের অবচেতনেই সাহিত্যের সংরূপ নির্দিষ্ট হয়ে যায় বলে আমরা জানি। সুতরাং মানুষের অর্থহীন, উদ্ভট, অসংলগ্ন ভাবনাকে নাটকে রূপ দিতে গেলে নাটকের গঠনও সেরূপ বিধিবদ্ধ নাট্য রীতির বহির্ভূতই হবে। যারই ফল অ্যাবসার্ড নাটক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- বাদল সরকারের “এবং ইন্দ্রজিৎ”, “বাকি ইতিহাস”, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর “রাজরক্ত”।